© Golper Jadughor

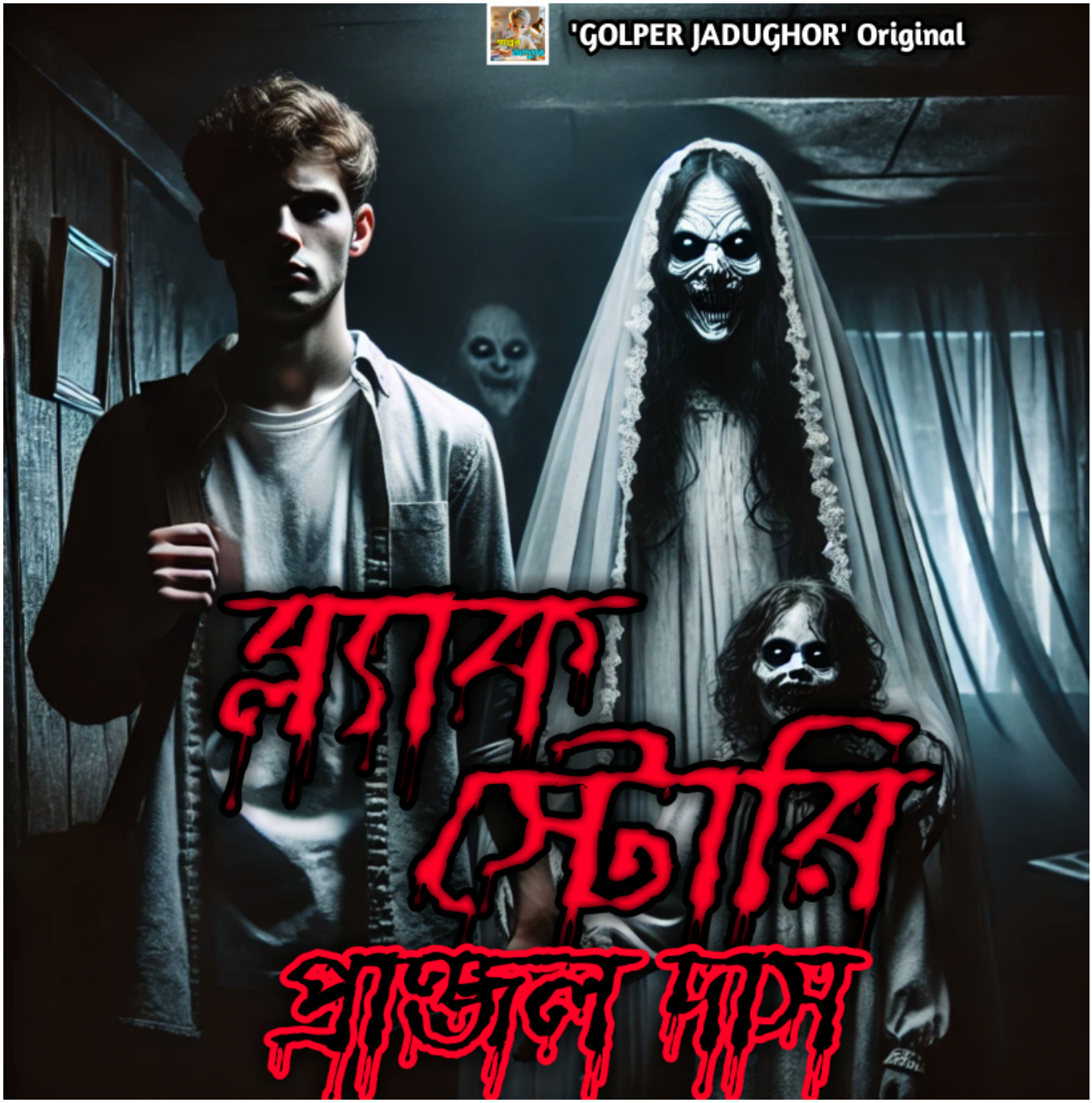

Black Story
(ব্ল্যাক স্টোরি)

-

Author: Pranjol Das

-

Disclaimer: The copyright holder of both the PDF version and the Facebook version of this story is "Golper Jadughor." This story cannot be copied and published on Facebook or anywhere else.

-

To read each episode of the story separately, Please visit our Facebook page.

-

Thank You...

~Golper Jadughor

১.

দু-বছর হলো সবুজ যুক্তরাষ্ট্রের লুইসভিলে থাকে। স্কলারশিপে সে এইখানে এসেছে। তার বাসা কলেজ থেকে বেশ দূর। যার কারণে তার কলেজ যাতায়াতে সমস্যা হতো। তার এক বন্ধু বাসা জোগাড় কররো জ্যাকসনভিলে। শহরের পাশেই। কলেজ থেকে বেশ কাছে। এখনো সে বাসা দেখেনি। তার বন্ধুই বলেছে—বাসাটা খুব সুন্দর।

তার পাশেই সেই বন্ধুর বাসা। কিছু দূর আরকি। কাল-ই সে বাড়িতে ওঠবে। মালা-মাল গোছানো শেষ। মালা-মাল

বলতে—তার জামা-কাপড়, ব্যাগ, বই-খাতা এই। জ্যাকসনভিলে সে আগে কখনো যায় নি। এই প্রথম। আশা করছে, তার নতুন বাড়িটা বেশ দারুন হবে। সবুজ এখন তার বাড়িতেই। শেষ রাত কাটাবে। সবুজ এই বাড়ি নিয়ে ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন:-

সে যেমনটা ভেবেছিলো তারচেয়ে আরও সুন্দর জ্যাকসনভিল। পরিষ্কার রাস্তা। কিছুক্ষণ পর-পর বাড়ি। বাড়িগুলো দেখতে বেশ চমৎকার। দেখতে দেখতে সে এসে পরলো তার নতুন বাড়িতে। তার বন্ধু ঠিকই বলেছে। চমৎকার বাড়ি। সাদা কাঠের দরজা। তাতে বেশ কারুকাজ করা। ছোট্ট বাগান সামনে। সে তার বাড়িতে প্রবেশ করলো। বেশ সুন্দর। প্রবেশ পথের পাশেই

দরজা। এটা বেজমেন্ট। সামনে টিভি রুম। তাতে তিনটা সোফা। দুটো সিঙ্গেল আর একটি ডাবল। তার মাঝখানে কাচের টেবিল। টিভি রুমের বাম পাশে বাথরুম। ডানপাশে তিনটি রুম। একটি বেডরুম, আরেকটি ড্রয়িংরুম এবং অন্যটি অফিসরুম। সবুজ একজন ফ্রিল্যান্সার। তার এই অফিস রুমটা দরকার। সে তাতে ঢুকলো।
চেয়ার-টেবিল, ড্রয়ার, বুকশেলফ সব আছে। সে ঘুরে ঘুরে দেখতে গিয়ে দেখে, তার বন্ধু টিভি রুমে বসে আছে। সাথে কিছু খাবার।
"আরে হিমেল। কখন এলি?"
"এইতো, মাত্র আসলাম। তো, বাড়িটা কেমন লাগলো?"
"খুব সুন্দর। পছন্দ হয়েছে খুব।"
"তো চল; খাবার এনেছি, একসাথে বসে খাই।"

তারপর দুজনে খাওয়া-দাওয়া করে নিলো। কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর হিমেল বিদায় নিয়ে চলে গেলো বাসায়। সবুজ তারপর দরজা লাগিয়ে সোজা বেডরুমে শুতে গেলো। তারপর ফোনটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ স্ক্রল করে ঘুমিয়ে পড়লো।

দু-সপ্তাহ হলো সবুজ এখানে থাকে। তবে সে বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছে ঘরে কি-সব আওয়াজ হচ্ছে। আওয়াজ গুলো অদ্ভুত। কি হচ্ছে বুঝতে পারছে না। তবে সে এসব কান্ডগুলোকে তোয়াক্কা না করে নিজের মতো করে চলছে। সেদিন বিকেলে আবার হিমেল আসলো সবুজের সাথে দেখা করতে। কিছুক্ষণ গল্প কারার পর হিমেল জানালো—আগামীকাল সন্ধ্যাবেলায় তার ভাইয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের

আয়োজন করেছে সে। সে তাকে আমন্ত্রণ করে চলে গেলো। এমনিতেই সবুজ অনেকদিন ধরে কোথাও যায় না। এ জন্মদিনের আমন্ত্রণ পেয়ে ভালোই হলো। সে তারপর তার রুমে গিয়ে রেডি হলো মার্কেটে যাওয়ার জন্য। উপহার কিনতে হবে যে!

২.

আজ সন্ধ্যায় বেশ আনন্দ করেছে সবুজ। জন্মদিনের আয়োজনটা বেশ ভালো হয়েছে। খাবার খেয়ে তৃপ্তি পেয়েছে সে। নাচ, গান, হাসি-ঠাট্টা—সব মিলিয়ে তার দিনটা বেশ ভালোই কেটেছে। সবুজ এখন খুব ক্লান্ত। সে তার বন্ধু হিমেলের গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছে। তারা দুজনে বেশ ভালোই গল্প করছিল।

একসময় হিমেল হঠাৎ প্রশ্ন করল, "বন্ধু, তোর বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়?"

হিমেলের এই প্রশ্ন শুনে সবুজ থমকে গেল। তার হঠাৎ মনে পড়ল সেই আওয়াজের কথা, যা সে কিছুদিন ধরে শুনছিল। তবে সে ব্যাপারে কিছু বলল না, শুধু বলল, "কই! না তো, কোনো অসুবিধা হয় না।"
"অসুবিধা না হওয়াই ভালো।"

তারপর হিমেল সবুজকে তার বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে বলল, "যদি মনে করিস কোনো অসুবিধা হয়, চিন্তা করিস না; আমায় ফোন করিস। ওকে, টাটা।"

বলেই গাড়ি নিয়ে চলে গেল। সবুজও তার বাসার গেট বন্ধ করে দরজার

সামনে দাঁড়াল। পকেট থেকে চাবি বের করল মাত্র, তখনই হঠাৎ বাড়ির পিছনে একটা আওয়াজ হলো। আওয়াজটা বেশ অদ্ভুত। শুনলে মনে হবে, মরিচাযুক্ত দরজায় কেউ সজোরে দা দিয়ে আঘাত করছে।

সে ভয়ে ভয়ে বাড়ির পিছনে গেল। গিয়ে দেখল কিছুই নেই।

"তাহলে আওয়াজটা কোথা থেকে এলো? আমারই মনের ভুল! সারাদিন বেশ ধকল গেছে।"

ক্লান্ত শরীরে হয়তো এসব ভুল-বাল শুনছে। তারপর চাবি দিয়ে দরজা খুলে সবুজ ঘরে ঢুকল। ঢুকেই বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হলো। তারপর সে তার বেডরুমে গিয়ে দেখল, জলের বোতলে জল নেই।

সে বোতলটা নিয়ে কিচেনে চলে গেল। যেই জগ থেকে পানি ঢালবে, তখনই হঠাৎ বেজমেন্টে একটা আওয়াজ পেল। আওয়াজটা শুনে সে বেজমেন্টের দিকে গেল...

৩.

এই প্রথম সে বেজমেন্টে গেলো। দরজা খুলে সে সিঁড়ি দেখতে পেলো। নিচে নামলো। কারেন্টের ফিউজ নষ্ট হয়ে গেছে। এটার জন্য আওয়াজ টা হয়েছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে—ফিউজ নষ্ট হলো ঠিকই; কিন্তু, বিদ্যুৎ চলে গেলো না। তবে সবুজ এসবে তোয়াক্কা না করে সে ফিউজ খোঁজা শুরু করলো। তারপর সে টিভি রুমের দিকে গেলো। সে যখন যাবে, কি মনে করে

যেন উপরের দিকে তাকালো। সে দেখতে পেলো ওপর এ সিঁড়ি আছে। কাঠের তৈরির ঝুলন্ত সিঁড়ি। তাতে একটা হুক লাগানো। সম্ভবত এটা দেওয়া হয়েছে লাঠি জাতীয় কোনো বস্তু দিয়ে টেনে আনার জন্য। তার হঠাৎ মনে পরলো, গতকাল রাতে সে অফিস রুমে পড়াশোনা করছিল। কলমটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে মেঝেতে পরে। তখন সেটা তুলতে গিয়ে সে হুক যুক্ত একটা লাঠি দেখতে পেয়েছিল। এটা মনে করে সে অফিস রুমে গিয়ে সেই লাঠিটা আনলো। তারপর, কাঠের হুকে হুক লাগিয়ে নিচের দিকে টান দিলো। গজ-গজ শব্দ করতে করতে সিঁড়িটা নিচে নেমে আসলো!

চারদিকে কিছুটা অন্ধকার। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বক্স। আরও সামনে একটা বড়ো কাঠের সিন্ধুক।

তাতে চিকন লোহার চেইন দিয়ে তালা আটকানো। তাতে খুব একটা মনোযোগ দিলো না। সে ফিউজ খুঁজতে লাগলো। সে একটা বক্স পেলো। তাতে লেখা "ফিউজ বক্স"। সে তা খুললো। খুলে দেখলো তাতে অনেকগুলো ফিউজ আছে। তাও সব কিছু ঠিক আছে। সে সেখান থেকে একটা ফিউজ নিল। তারপর সে চলে এলো বেজমেন্টে। তারপর সে ফিউজ টা সেটআপ করলো। তারপর সে টিভি রুমে চলে গেলো। আবার কি যেনো একটা আওয়াজ হলো। বেজমেন্টের দিকে!

৪.

বক্সের তার পুড়ে গেছে। কী করে হলো, বুঝতে পারলো না। সে ভাবছে, কিভাবে সেটা ঠিক করবে। একটা ভাঙা তাকের

দিকে তাকাতেই তার চোখে পড়লো একটা কেবল টেপ। এটা কোথা থেকে এলো! এসব কিছু না ভেবে সে কেবল টেপ দিয়ে তার ঠিক করলো।

তারপর সে চলে গেলো বেডরুমে। সবে শুতে যাবে, এমন সময় একটা খট-খট আওয়াজ পেলো। আওয়াজটা কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ থেমে গেলো। ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছে। সে বিছানা ছেড়ে উঠলো। আওয়াজটা রান্নাঘর থেকে আসছে।
গিয়ে দেখে, কিছুই নেই। গলা শুকিয়ে গেছে ভয় আর উত্তেজনায়। ঠান্ডা জল খাওয়ার জন্য ফ্রিজ খুললো। চোখ রীতিমতো ছানাবড়া! বিশ্বাস হচ্ছে না! ফ্রিজের ভেতরে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে!

ফ্রিজের ভেতরে দরজা? এটা কীভাবে সম্ভব? কালই তো দেখেছিলো, সবকিছু ঠিকঠাক ছিলো! এখন কী হলো?
সবুজ ভয়ে ভয়ে ফ্রিজের ভেতরে থাকা দরজাটার কাছে গেলো। দরজাটা খুলতেই দেখা গেলো আরেকটা দরজা! সেটা খুলে সে হতবাক—

সে এখন টিভির রুমে দাঁড়িয়ে! রুমের অবস্থা লণ্ডভণ্ড— আসবাবপত্র ভাঙচুর করা, চারদিকে রক্ত আর বিয়ারের বোতল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।
সবুজ সামনে এগোতে গিয়ে হঠাৎ দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালো। দেয়ালে লাল রঙে বড় করে ইংরেজিতে লেখা—

"RUN"

তারপর সামনে তাকাতেই একটা কালো

ছায়া বিদ্যুতের গতিতে ছুটে এসে তাকে এক ধাক্কা দিলো! সবুজ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলো। মাথা ঝিমঝিম করছে। চারপাশ অন্ধকার।
সে তাকিয়ে দেখলো— ছায়াটা উধাও! কোথায় গেলো?
সে উঠতে চাইল, কিন্তু পারলো না। পুরো শরীর অসাড়। এতটুকু শক্তি নেই শরীরে। সে আবার আস্তে আস্তে উঠার চেষ্টা করলো। কোনো রকমে উঠে মেঝেতে বসে পড়লো।

হঠাৎ সে কিছু অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পেলো। অচেনা, অস্বাভাবিক আওয়াজ! বেডরুম থেকে আসছে শব্দটা!
সে আস্তে আস্তে বেডরুমের দিকে গেলো। দরজাটা খুললো।
সবকিছু আগের মতোই আছে। কিন্তু...

তার বিছানায় একটা চিঠি!
সে চিঠিটা হাতে নিলো। কাগজটা ময়লা, জায়গায় জায়গায় লালচে দাগ। যেন রক্ত!

চিঠির লেখা পড়তে লাগলো—

"মি. সবুজ,

তুমি তোমার নাম জেনে অবাক হচ্ছো, জানি। ভাবছো, কিভাবে আমি তোমার নাম জানলাম? সেটা পরে তুমি জানতে পারবে। তুমি আমার বাড়িতে আটকে পড়েছো। এই বাড়িতেই আমার মৃত্যু হয়েছিলো। আমার স্বামী আমাকে মেরে ফেলেছে আমার ছোট্ট মেয়েকেও! আমি মুক্তি চাই। আমাকে মুক্তি দাও। আমার আত্মা শান্তিতে নেই। তুমি আমার বিয়ে শুরু করে আমার মৃ'ত্যু পর্যন্ত সব

জানতে পারবে। তোমার বেডরুম থেকে বের হলেই তোমার বাম দিকে তিনটা ছবির ফ্রেম দেখতে পাবে। তাতে কোনো ছবি নেই।
তুমি সেই ছবি গুলো পূরণ করো...।

ইতি— তনুশ্রী"

৫.